বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপের যথার্থতা বা গ্রহণযোগ্যতা অনেক কম। কিন্তু সে ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্ভব নয়। সেখানে বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপ পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে।

৮। মূল্যায়ন সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক হতে হবে ঃ

মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় মূলতঃ একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের গুনগত ও পরিমাণগত মান নির্ধারণের জন্য। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়া মানেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়া নয়। নব কলেবরে এবং নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে আবার একটি নতুন বিষয়ের গুনমান নির্ধারণের লক্ষ্য স্থির করা হয়। সুতরাং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সব সময়েই একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

৯। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাতে হবে ঃ

পরিমাপ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অভীষ্ট ফল পেতে হলে অবশ্যই কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাতে হবে। মূল্যায়নের অর্থই হচ্ছে তথ্য (data) সংগ্রহ করে সেগুলিকে পূর্ব নির্ধারিত কোনো মানের সঙ্গে তুলনা করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কিন্তু মূল্যায়নের কাজটি যদি উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে দিয়ে পরিচালনা না করানো হয় — তাহলে ইপ্সিত ফল লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

1.2 শারীরশিক্ষায় অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and importance of Test, Measurement and Evaluation in Physical Education) :

শিক্ষা তথা শারীরশিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্ন সময়ে মূল্যায়নের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। অভীক্ষার বাস্তব ও উদ্দেশ্যমূলক রূপ হিসেবে পরিমাপকার্য অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা 'শক্তি পরিমাপক অভীক্ষা' হিসেবে 'পুল আপস্ টেস্ট' ব্যবহার করি। কিন্তু যতক্ষণ না

প্রয়োজন।' 'মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণবিধির পরিবর্তন বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।' অথবা মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের বা ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণবিধির যে আপাত স্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয় তা পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।'